২২ ডিসেম্বর ২০০৯
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

স্বাস্থ্যসেবা চিত্র এবং স্বাস্থ্যনীতি ২০০৯ শীর্ষক জাতীয় মতবিনিময় সভায় বক্তারা

স্বাস্থ্য সুযোগ নয় অধিকার, এর বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ করতে হবে

‘বিশ্বব্যাংকের নির্দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতির মডেলে তৈরী বর্তমান খসড়া স্বাস্থ্যনীতি দরিদ্রবান্ধব নয়, এমনকি তা পূর্ণ স্বাস্থ্যনীতিও নয়, এটি চিকিৎসা নীতি। হত দরিদ্র, দরিদ্র ও ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিতদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড প্রবর্তন করতে হবে’ আজ ২২ ডিসেম্বর ২০০৯ সিরডাপ মিলনায়তনে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান-সুপ্র আয়োজিত মত বিনিময় সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য খান টিপু সুলতান এমপি এ কথা বলেন।

সাবেক প্রতিমন্ত্রী আব্দুল মান্নান বলেন, শুধু আধুনিক চিকিৎসা নয়, প্রতিরোধের বিষয়গুলোও স্বাস্থ্যনীতিতে থাকতে হবে এবং শুধু প্রযুক্তির আমদানী নয়, এসব ব্যবহারের জন্য টেকনিশিয়ানকেও নিয়োগ দিতে হবে।

উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ও স্বাস্থ্য আন্দোলন এর যুগ্ম আহবায়ক ফরিদা আখতার বলেন, বর্তমান স্বাস্থ্যনীতিটি পুরাতনেরই আদল। স্বাস্থ্য অধিকারের কথাটি স্বাস্থ্যনীতিতে নাই। তিনি এই নীতি থেকে অরাষ্ট্রীয় খাত শব্দটি তুলে দেয়া তথা বিদেশী কোম্পানীর আগমনের পথ বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

বিশিষ্ট্য সাংবাদিক শিশির মোড়ল বলেন, বর্তমান স্বাস্থ্যনীতিতে স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের ভূমিকা কমে আসছে। এক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। বক্তাবা আরো বলেন, বর্তমান স্বাস্থ্যনীতি স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণকে উৎসাহিত করবে। এই স্বাস্থ্যনীতিতে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। দেশের ২০ মাত্র শতাংশ মানুষ এই চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণকরে। ৮০ শতাংশ মানুষ আয়ুর্বেদী, ইউনানী, হোমিও ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করে চিকিৎসা করে থাকে। তাছাড়া স্বাস্থ্য শুধু ঔষধ ও চিকিৎসাকেন্দ্রীক বিষয় নয়, এর সাথে কৃষি, পরিবেশ, খাদ্য ইত্যাদিও যুক্ত। বর্তমান স্বাস্থ্যনীতিতে এই কোন প্রতিফলন নাই। পূর্ণ স্বাস্থ্যনীতি তৈরী করতে হলে এ বিষয়গুলোকে সমন্বিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক মতে একজন ডাক্তারের বিপরীতে ৪ জন নার্স থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে কমপক্ষে তা ১ঃ৩ হওয়া উচিৎ। ডাক্তারদের প্যাথলজি থেকে কমিশন ব্যবসা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারিভাবে জেলা- উপজেলায় একটি স্বাস্থ্যসেবা তথ্য কেন্দ্রসহ ডায়াগনস্টিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নার্স ও ডাক্তরদের আচরণ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে।

মতবিনিময় সভায় ৩৩টি জেলার রিপোর্টকার্ড জরিপের সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেন সুপ্রর সমন্বয়কারী মোহাম্মদ শহীদ উলাহ। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, স্বাস্থ্য খাতে প্রধানত চারটি সমস্যা বিদ্যমান যথা জনবল সংকট ও বৈষম্য, আঞ্চলিক বৈষম্য, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব এবং স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার অভাব।

মতবিনিময় সভা সঞ্চালনায় ছিলেন সুপ্র’র চেয়ারপার্সন এম এ আউয়াল। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন সুপ্র পরিচালক উমা চৌধূরী। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন এসপিএস এর নির্বাহী পরিচালক নরেশ চন্দ্র মধু, সুপ্রর জাতীয় পরিষদ সদস্য এম এ ছালাম, ডেইজী আহমেদ ও মঞ্জুরাণী প্রামানিক, লক্ষীপুর সুপ্র জেলা সম্পাদক পারভীন হালিম, রাজশাহীর জেলা সম্পাদক হাসান মিলাত, শরিয়তপুরের জেলা সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান, যশোরের জেলা সম্পাদক আব্দুল লতিফ, কুষ্টিয়ার প্রতিনিধি হাসিব নেহাল, চাপাইনবাবগঞ্জের প্রতিনিধি ডাবলু কুমার ঘোষ, হীড বাংলাদেশেরে দিপ্তী দাস, ডেমোক্রেসী ওয়াচের মেহেদী হাসান, ধরিত্রি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আদন ইসলাম, এসবিএসএস এর নির্বাহী পরিচালক ফেরদৌস আহমেদ, বাঁচতে শিখ নারীর সভাপতি ফিরোজা বেগম ও উবিনীগ এর প্রতিনিধি রোকেয়া বেগম।

বার্তা প্রেরক-

ইকবাল উদ্দিন (০১৭১৩-৩২৮৮৪৩)
প্রোগ্রাম অফিসার, সুপ্র।